Cambridge Assessment International Education

Cambridge O Level

BENGALI **3204/02**

Paper 2 Language Usage and Comprehension **May/June 2022**

INSERT **1 hour 30 minutes**

7494602232-I

INFORMATION

- This insert contains the reading passages.
- You may annotate this insert and use the blank spaces for planning. **Do not write your answers** on the insert.

This document has **4** pages.

© UCLES 2022

বিভাগ : খ

*এই নিবন্ধটি পড়ে প্রশ্নপত্রের **26** থেকে **32** নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।*

বিজ্ঞাপন

মানুষ কোনো বিষয়ে পরামর্শের জন্য আপন কাউকে খুঁজে বেড়ায়, যে সে বিষয়ে জ্ঞানী বা অন্য শব্দে বলতে গেলে বিজ্ঞ। সেই বিজ্ঞ আর আপন মানুষগুলোর পরামর্শের মতোই কি বিজ্ঞাপনের ঘোষণাগুলো? হরহামেশা যা দেখতে পাই, যা শুনতে পাই, সেখানে আস্থার জায়গাটি কতটুকু? যদিও 'বিজ্ঞ' ও 'আপন' এই দুটি শব্দের সন্ধিতে যে বিজ্ঞাপন শব্দটির উৎপত্তি ঘটেনি, সেটি নিশ্চিত! বাংলায় বিজ্ঞাপন শব্দটি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে অথবা জনস্বার্থে প্রচার-প্রসারের সমতুল্য।

সময়ের সাথে সাথে এই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমটিরও উত্তরণ ঘটিয়ে অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে জায়গা করে নিয়েছে ক্রেতাদের মনে। এক সময় দেয়ালে দেয়ালে কালির ছোপে লেখা থেকে শুরু করে, চোঙা দিয়ে মৌখিক ঘোষণায়, মুদ্রণমাধ্যমের সাদা-কালো আর বর্ণিলছটায়, ইথার-তরঙ্গে ভেসে ভেসে বেতার আর টেলিভিশনের মাধ্যমে গৃহ প্রবেশের সুযোগ নিয়ে, আজকের আধুনিক গ্রাফিক বিজ্ঞাপন বিশালাকার বিলবোর্ডের পরিসীমা ছাড়িয়ে পোক্ত আসন গেড়েছে ইন্টারনেট জগতে। রাস্তায় চলতে চলতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জ্বলতে-নিভতে থাকা আলোর ঝলকানিতে নানা রকম পণ্যের আহ্বান যেমন মন কাড়ে, তেমনি নিজ গৃহে আয়েশে বসে টেলিভিশনের পর্দায় পছন্দের অনুষ্ঠানের দিকে চোখ রাখতে গিয়েও পণ্যের বিজ্ঞাপন হাজির হয় বাড়তি বিনোদন হিসেবে। সকালে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে যখন চোখ পড়ে সংবাদপত্রের পাতাগুলোতে, সেখানেও বিজ্ঞাপন। তবে এখন সফলতার মাপকাঠিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উপচে পড়া অনিয়ন্ত্রিত বিজ্ঞাপনগুলোর কাটতি একটু বেশি।

বিজ্ঞাপন সংস্কৃতির বিনোদন ও আগ্রাসনে আমরা নিয়ন্ত্রিত এবং পরিশীলিত হচ্ছি পোশাক-পরিচ্ছদে, প্রভাবিত হচ্ছি আমাদের রুচি আর সাজসজ্জার নির্ধারণে, অনুপ্রাণিত হচ্ছি এর জাদুকরী উপস্থাপনায়। মূলতঃ আমাদের আকাঙ্ক্ষার সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করে দিয়ে বিজ্ঞাপনগুলো নিমেষেই আমাদের হৃদয়ের দুয়ারে পৌঁছে গেছে খুব সাবলীলভাবে।

একদিকে বিজ্ঞাপন যেমন খাওয়ার স্যালাইন বানানোর উপায় শিখিয়ে অনেক জীবন বাঁচাতে সাহায্য করছে, আবার অন্যদিকে গৃহিণীর রান্নার প্রশংসায় যখন সবাই পঞ্চমুখ তখন রাঁধুনির রান্নার হাতযশের কৃতিত্ব এড়িয়ে বলা হচ্ছে, রান্নার আসল জাদু যে তেল ব্যবহার করা হয়েছে তাতেই! সত্যিই কি তাই? বিজ্ঞাপনের সব প্রচারই কি নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করার মতো? কোনও বিশেষ পানীয় পান করলেই কি দেহে বাঘের মতো শক্তি ভর করে? বুদ্ধিবর্ধনে ভিটামিন আর মিনারেলের সংমিশ্রণে তৈরি করা উপাদান দুধে গুলিয়ে পান করলে পরীক্ষায় ভাল করা যায়, ত্বকের রঙ বদলে ফর্সা করে তুলতে যে প্রসাধনীগুলোর কথা বলা হয়, তা কি আদৌ সেরকম কার্যকরী?

এটা সত্য যে, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো সকলের মঙ্গলের জন্যই তাদের পণ্যগুলো আমাদের সামনে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে হাজির করছেন। আর এটাও ঠিক যে তারা আমাদেরকে সেই পণ্য কিনতে বাধ্য করছেন না। কোন পণ্যটি ব্যবহার করা হবে সেই সিদ্ধান্ত কিন্তু ক্রেতার নিজস্ব। পণ্য নির্বাচনে সতর্ক হতে হবে ক্রেতাকেই। নামী-দামী কোম্পানীর কিংবা বহুলসংখ্যক চটকদার আর মূল্যহ্রাসের বিজ্ঞাপনে না ভুলে, বিশেষ করে পণ্য যাচাই করে তবেই সেটি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞাপন নির্মাতা ও প্রচার কর্মকর্তাদেরকেও একটু সচেতন হয়ে বিজ্ঞাপনের অতিরঞ্জিত কাল্পনিক দিক এড়িয়ে বাস্তব দিকগুলোকে উপস্থাপন করে মানুষের আস্থা অর্জন করে নিতে হবে। তাহলেই বিজ্ঞাপন হবে খুব নির্ভরযোগ্য, বিজ্ঞের বাণীর মতো, কাছের আর আপন!

© UCLES 2022

বিভাগ : গ

*এই নিবন্ধটি পড়ে প্রশ্নপত্রের **33** থেকে **43** নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।*

স্যান্তরিনি দ্বীপ

এথেন্স বিমানবন্দর থেকে মাঝরাতে গ্রীসের স্যান্তরিনি দ্বীপের উদ্দেশে আমাদের বিমান যাত্রা। যাত্রীতে একেবারে ঠাসা বিমানটি। হাতের সব লাগেজ মাথার ওপরের হোল্ডারে রাখতে বিমানবালা আর যাত্রীদের রীতিমত হিমশিম খেতে হচ্ছিলো। তাতে আকাশে ডানা মেলতে বিমানের একটু দেরীও হলো। মাত্র এক ঘণ্টার ভ্রমণ। মিনিট পঞ্চাশ যেতেই বিমানটি হঠাৎ করে ভীষণভাবে দুলতে লাগলো। মনে হচ্ছিলো পাখা দুটো ভেঙ্গে পড়ে যাবে। পাইলটের ঘোষণা থেকে জানা গেলো, আমরা একটা ঝড়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। যাহোক, একটু দেরীতে হলেও বিমানটি নিরাপদে ভূমি স্পর্শ করলো।

স্যান্তরিনি বিমানবন্দরে নেমে খুবই হতাশ হলাম। এতো প্রসিদ্ধ একটি পর্যটন দ্বীপের বিমানবন্দরটি বেশ ছোটো আর এতে কিছু সাধারণ সুযোগ-সুবিধার অভাব ছিলো। বিমান থেকে নেমে হাত-লাগেজ নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে মালপত্র সংগ্রহ করার জন্য উপরে উঠতে হলো। কোনো লিফ্‌ট বা চলন্ত সিঁড়ি দৃশ্যমান হলো না। এরপর ছাউনিবিহীন একটি কাঠের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে বিমানবন্দরের ভিতরে ঢুকলাম। একটু আগের ঝড়-বৃষ্টির কারণে কাঠের পথটিও পিচ্ছিল হওয়ায় বেশ ভয় লাগছিলো।

হোটেলে পৌঁছুতে পৌঁছুতে অনেক রাত হয়ে গেলো। সমুদ্র থেকে 300 মিটারেরও বেশি উচ্চতায় পাহাড়ের ঢালে নির্মিত হোটেলটি। রাতের আলো-আঁধারিতে হোটেলের পাশের ছোটো সুইমিংপুলে চাঁদের প্রতিবিম্ব এক মায়াবী পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। হোটেলের বারান্দা থেকে একটি আঁকাবাঁকা পথ পাহাড়ের ঢাল ঘেঁষে নেমে গেছে মোটামুটি 500 মিটার দূরে সমুদ্রের অভিমুখে। একটু গুছিয়ে নিয়ে নিজেকে বিছানায় এলিয়ে দিয়ে হোটেলের কামরায় রাখা একটি ভ্রমণ নির্দেশিকায় স্যান্তরিনি দ্বীপের ইতিহাস পড়ছিলাম। গ্রীসের মূল ভূখণ্ড থেকে 200 কিমি দক্ষিণ-পূর্বে নীল এজিয়ান সাগরের উপর এই দ্বীপ। 'স্যান্তরিনি' নামের উদ্ভব হয়েছে প্যারিসা গ্রামের পুরাতন গির্জা সান্টা ইরিনির নামানুসারে। তার আগে এর নাম ছিলো ক্যালিস্তে যার অর্থ হলো সবচেয়ে সুন্দর, পরে এটাকে বলা হতো শট্রংগাইল বা ফিরা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সরকারিভাবে পুরো দ্বীপ এবং এর প্রধান শহরের নাম ফিরা রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও স্যান্তরিনি নামটাই বেশি প্রসিদ্ধ।

সকালে ঘুম থেকে উঠে নাস্তা খেয়ে আমরা হোটেলের কাছাকাছি সাগরপাড়ে সময় কাটালাম। বিকেলে আমরা সবাই একটা বাস নিয়ে স্যান্তরিনির রাজধানী 'থিরা' যাকে স্থানীয়রা 'ফিরা' বলে তার উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। স্যান্তরিনির পশ্চিম ধারে এজিয়ান সাগরের কূল ঘেঁষে 200 মিটার উঁচু কালো আগ্নেয়শিলার পাহাড় 'কল্ডেরা'র উপর ফিরা শহর। এখানকার বাড়িঘরগুলো সাদা রঙের। দূর থেকে দেখে মনে হয় কালো পাহাড়ের উপর একঝাঁক সাদা রাজহাঁস বসে আছে। এরই মাঝে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো নীল গম্বুজের গির্জা। এখানকার অধিবাসীদের ভাষ্য অনুযায়ী ফিরা-তে মানুষের চেয়ে গির্জা বেশি। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে শহরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে চলে গেছে লম্বা রাস্তা। রাস্তার দুইপাশে হরেক রকমের দোকানসহ রয়েছে অসংখ্য খাবারের দোকান।

পরদিন আমরা সাথে একজন গাইড নিলাম, তিনি বেশ রসিক এবং স্থানীয় তথ্য সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন একজন মানুষও বটে। প্রথমে তিনি আমাদেরকে নিয়ে গেলেন স্যান্তরিনির বিশেষ আকর্ষণ 1892 সালে নির্মিত একটি বাতিঘরে। বাতিঘরটির পাদদেশ থেকে চারিদিকে তাকালে নীল সমুদ্রবেষ্টিত স্যান্তরিনির এক বিস্ময়কর দৃশ্য দেখা যায়। সেখান থেকে আমরা গেলাম 'আক্রটিরি' গ্রামে। সাগরতীর ঘেঁষে লাল ও কালো রঙের আগ্নেয়শিলার

পাহাড়ের এই গ্রাম। এরপরে আমরা ‘মেগালছরি’ নামে আরেকটি গ্রামের নয়নাভিরাম বিচিত্র সব বর্ণিল বোগেনভিলিয়ার গাছের সারির মাঝখান দিয়ে এগিয়ে চললাম। এর প্রধান সড়কটির দুপাশে রয়েছে ঐতিহাসিক রাজকীয় ভবন, বিশাল দুর্গ এবং জলদস্যুদের লুকিয়ে থাকার গুহা। দিন শেষে আমরা ‘অইয়া’ নামের একটি শহরের পাহাড়ের চূড়ায় বসে সাগরের বুকে রোমাঞ্চকর সূর্যাস্ত দেখে এক মুগ্ধতা নিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম।

Permission to reproduce items where third-party owned material protected by copyright is included has been sought and cleared where possible. Every reasonable effort has been made by the publisher (UCLES) to trace copyright holders, but if any items requiring clearance have unwittingly been included, the publisher will be pleased to make amends at the earliest possible opportunity.

To avoid the issue of disclosure of answer-related information to candidates, all copyright acknowledgements are reproduced online in the Cambridge Assessment International Education Copyright Acknowledgements Booklet. This is produced for each series of examinations and is freely available to download at www.cambridgeinternational.org after the live examination series.

Cambridge Assessment International Education is part of Cambridge Assessment. Cambridge Assessment is the brand name of the University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES), which is a department of the University of Cambridge.

© UCLES 2022